আসলাম রাহি

সমুদ্র ঈগল

[খাইরুদ্দিন বারবারুসা]

উসমানি সুলতান সুলায়মানের নৌ-সেনাপতি
খাইরুদ্দিন বারবারুসার জীবনীভিত্তিক ঐতিহাসিক উপন্যাস

সমুদ্র ঈগল

[খাইরুদ্দিন বারবারুসা]

আসলাম রাহি

ভাষান্তর : আবদুর রশীদ তারাপাশী

কালান্তর প্রকাশনী

চতুর্থ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০২২
প্রকাশকাল : জুলাই ২০১৭

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৫৩০, US $ 20. UK £ 15

প্রচ্ছদ : নওশিন আজাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96764-2-3

Somudra Egal
by **Aslam Rahi**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

প্রকাশকের কথা

'সালতানাতে উসমানিয়া'! আবেগ, ঐতিহ্য আর প্রেরণার সংমিশ্রণে তৈরি এমন একটা নাম, যা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়াঙ্গন ঝলমলিয়ে ওঠে সোনালি রোদের ছটায়। সুলতান মুহাম্মাদ ফাতিহ, সুলতান সেলিম, সুলতান সুলায়মান প্রভৃতি তারকাগুলো জ্বলজ্বল করে ওঠে আপন বিভায়। ইতিহাসের ছাত্ররা স্থান-কাল ভুলে হাঁটা শুরু করে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপব্যাপী প্রসারিত সেই সালতানাতের দিগন্তহীন সাহারায়।

প্রদীপ্ত এই তারকাপুঞ্জের মধ্যে সুলতান সুলায়মানের নাম যেভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলে মুসলমানের প্রাণ, তেমনি উদ্বেল করে তুলে তাঁর আমিরুল বাহার (অ্যাডমিরাল) খাইরুদ্দিন বারবারুসার নামও। জগৎ যাবৎ বেঁচে থাকবে তাবৎ মুসলিম উম্মাহর স্মৃতির এ্যালবামে আলো বিকিরণ করে যাবে বারবারুসা ভ্রাতৃদ্বয়ের নামও।

ক্রুসেডারদের জলজ্যান্ত আতঙ্ক হয়ে ওঠা, পুরো উইরোপ বিশেষ করে স্পেন সম্রাট চার্লস সপ্তমের জন্য মৃত্যুর শিহরণজাগানিয়া ভীতির কারণ হয়ে ওঠা খাইরুদ্দিন বারবারুসা ছিলেন এমন এক নিরুপম অ্যাডমিরাল—পৃথিবী যাঁর উদাহরণ দেখেনি কখনো। যার দূরন্ত জাহাজগুলো তুর্কি তাজির গতিতে ভেঙে গেছে ভূমধ্য ও আটলান্টিকের পাহাড়-উঁচু ঢেউয়ের মাথা।

বিরল সেই মহান অ্যাডমিরালের অসামান্য কর্মময় জীবন নিয়ে চমৎকার উপন্যাস রচনা করেছেন পাকিস্তানের খ্যাতিমান ঔপন্যাসিক আসলাম রাহি। অনবদ্য সে বইটি সোস্যাল মিডিয়া ফেসবুকে পর্ব পর্ব করে ভাষান্তর করে গেছেন ওখানকার পরিচিত মুখ আবদুর রশীদ তারাপাশী। প্রতিটি পর্বে অভূতপূর্ব সাড়া লক্ষ করা গেছে পাঠককুলের।

'কালান্তর প্রকাশনী' প্রকাশনা জগতে পা রেখেছে এক মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে। আমরা জাতির সামনে চিন্তার খোরাক, প্রেরণার উপাদান, ঐতিহ্যের সন্ধান, পথচলার পাথেয় এবং ভবিষ্যতের দিশা-সংবলিত কিছু প্রকাশনা তুলে

দিতে চাই আমাদের পাঠককুলের হাতে। সে লক্ষ্যটা সামনে নিয়েই *সমুদ্র ঈগল* নামে বারবারুসার জীবনীভিত্তিক এ উপন্যাস প্রকাশে হাত দেওয়া। আমাদের যুবশ্রেণি যদি এ থেকে ঐতিহ্যের সন্ধান পায়, বর্তমানকে অতীতের সে সোনালি ধাঁচে গড়ে তোলার চিন্তার সূত্র খোঁজে নেয়—তাহলেই আমাদের শ্রম স্বার্থক হবে বলে বিশ্বাস।

আবুল কালাম আজাদ
প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী

কথামুখ

ইতিহাস কালের সাক্ষী, সময়ের আয়না। ইতিহাস কেবল পাঠ্য বিষয় নয়; বরং ইবরত হাসিলের, শিক্ষাগ্রহণের উপাদান। কালামে এলাহিতে বারবার অতীত হয়ে যাওয়া কওমে আদ, সামুদ, আসহাবুল আইকাসহ জাতি-গোষ্ঠীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাদের পরিণতি থেকে শিক্ষাগ্রহণের জন্য। আম্বিয়া এবং সুলাহাদের কথা এসেছে তাঁদের পথ অনুসরণের জন্য।

দুর্ভাগ্য যখন চেপে ধরে, তখন সবদিক দিয়েই চেপে ধরে। পৃথিবীর সর্বত্র আজ মুসলিম উম্মাহ নিপীড়িত-দিশেহারা। তাবৎ কুফুরি শক্তি একাট্টা হয়ে মুসলিম উম্মাহর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে ক্ষুধার্তদের দস্তরখানায় ঝাঁপিয়ে পড়ার ন্যায়। কঠিন এ সন্ধিক্ষণে সব থেকে বড় প্রয়োজন ইতিহাসের পাতা উলটে দেখার। দরকার তা থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাবার। কিন্তু দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে, বাংলা ভাষায় তেমন ঘুমভাঙানিয়া, তেমন উদ্দীপনাময়ী সাহিত্যরসসমৃদ্ধ ইতিহাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস খুবই অপ্রতুল।

আরেকটা দুর্ভাগ্য হচ্ছে, ইতিহাসের পাঠক আছে; কিন্তু বোদ্ধা নেই, অশ্রুপাতকারী আছে; জ্বলে ওঠার মতো মানসিকতা নেই। অতীত নিয়ে গর্বকারী আছে; বর্তমানকে অতীতের সোনালি মোড়কে উপস্থাপনার প্রয়াস নেই। অথচ, বোধহীন আর প্রয়াসহীন ইতিহাস নিয়ে গর্বকারী আর সেই ভিক্ষুকের মধ্যে কোনোই তফাত নেই—যে নিজে মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষের ঝুলি হাতে ঘুরছে আর গেয়ে ফিরছে তার বাপ-দাদার বদান্যতার উপাখ্যান।

পাকিস্তানের খ্যাতনামা লেখক আসলাম রাহির *খাইরুদ্দিন বারবারুসার* ভাষান্তর *সমুদ্র ঈগল* মলাটবদ্ধ আকারে বাজারে আসবে—লেখার সময় এ কল্পনাও ছিল না। কারণ স্বপ্ন দেখতে দেখতে একসময় স্বপ্ন দেখাই ভুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু যার সতত অনুপ্রাণন, উদ্দীপন ও মিঠেল তাড়া *সমুদ ঈগল*-এর কাগুজে জন্মদানের জিম্মাদার—তিনি কালান্তর প্রকাশনীর প্রকাশক অনুজ আবুল কালাম

আজাদ। তাকে প্রথাগত কোনো ধন্যবাদ নয়; প্রিয়তম প্রভুর কাছে তার জন্য এই প্রার্থনা—তিনি যেন ভাইটির হৃদয়ের লালিত স্বপ্নগুলো বাস্তবায়ন করেন। তাকে মনজিলে মকসুদে পৌঁছার তাওফিক দান করেন।

কোনো ভুলত্রুটি থাকলে আর আল্লাহ সহায় হলে পরবর্তী সংস্করণে ফাঁক-ফোকরে ফুলেল তালি সংযোগের প্রয়াস চালানো হবে।

আবদুর রশীদ তারাপাশী
০৫ জুলাই ২০১৭

সমুদ্র ইঁগল

[খাইরুদ্দিন বারবারুসা]

দক্ষিণ স্পেনের উপকূলীয় ওয়াদি (উপত্যকা) আল বাশারাত। তিনদিক থেকে প্রাকৃতিক প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে সবুজের ঢেউখেলানো আল বাশারাত পর্বতশ্রেণি। সেই পর্বতশ্রেণির শালির পাহাড়ের চূড়ায় একটা বিশাল পাথরখণ্ডের উপর বসে রয়েছেন একজন লোক। যেন সদ্যই যৌবনের উঠোন পেরিয়ে প্রৌঢ়ত্বের দরজায় কড়া নাড়াচ্ছেন তিনি। তাঁর হাতে ছাগলের চামড়ার তৈরি একটা ছড়ি। দেখলে যে কেউ একজন রাখাল মনে করবে তাঁকে। তিনি যেখানে বসা ঠিক নিচেই ঘাস চিবুচ্ছিল একপাল মেষ-ছাগল। প্রৌঢ় অস্থির দৃষ্টি মেলে শালিরের পা ধুয়ে বয়ে চলা ফারদিশ নদীর তীরে যাজকদের খানকাগুলোর দিকে তাকাচ্ছিলেন বারবার। কিন্তু দৃষ্টিরা প্রতিবারই তার অন্তরে হতাশার কামড় বসাচ্ছিল। তাঁর চাহনি দেখে মনে হচ্ছিল ওদিক থেকে কারও আগমনের অপেক্ষা করছেন তিনি।

'আল বাশারাত' শব্দটির অর্থ 'সবুজ-ঘাসে-ছাওয়া ভূমি'। গ্রানাডা শহরের দক্ষিণ দিকে যেসব সবুজ ওয়াদির মিছিল সাগরের উপকূল পর্যন্ত এগিয়ে চলেছিল পুরো আন্দালুসিয়ায় এরচেয়ে মনোরম কোনো এলাকা ছিল না। ওয়াদিটি ছিল সবধরণের ফসলের উৎসভূমি। আঙুর, নারাঙ্গি, আনজির, লেবুর সমারোহ ছিল দেখার মতো।

আল বাশারাত ওয়াদিতে বসবাস করত কতিপয় মুসলিম গোত্র। বীরত্ব আর ঐতিহ্যে আন্দালুসিয়ায় এদের কোনো জুড়ি ছিল না। কারও অধীন হয়ে থাকা ছিল এদের স্বভাবের বিপরীত।

আমরা যে কালের কথা বলছি, তখন মুসলিম আন্দালুসিয়ার ঐতিহ্যবাহী রাজধানীর পতন হয়ে গিয়েছিল। মুসলমানদের শেষ শাসক আবদুল্লাহ পরাজয় স্বীকার করে রাজা ফার্দিনান্দের হাতে গ্রানাডার চাবি তুলে দিয়ে অশ্রুসজল চোখে আফ্রিকায় চলে গিয়েছিলেন। তাঁর চলে যাবার পর স্পেনের খ্রিষ্টান শাসকরা জোরপূর্বক মুসলমানদের খ্রিষ্টান বানিয়ে নিচ্ছিল। মুসলমানদের মধ্যে যাদেরকে খ্রিষ্টান বানিয়ে নেওয়া হতো তারা গির্জায় যেত ঠিক; তবে ঘরে এসেই সালাত আদায় করে নিত। এরা আত্মরক্ষার জন্য বাহ্যত নাসরানিয়াত গ্রহণ করলেও অন্তরে ছিল সাচ্চা মুসলমান। সাধারণ নাসারা আর শাসকশ্রেণিকে আশ্বস্ত করার জন্য তাঁরা গির্জায় গিয়ে বিয়ে-শাদী করলেও বাড়িতে এসে মুসলিম ঐতিহ্য অনুযায়ী দ্বিতীয়বার আকদে নিকাহের আয়োজন করত। আল বাশারাত ছাড়া পুরো স্পেনের অবস্থা ছিল অত্যন্ত নাজুক। কেবল আল বাশারাত ওয়াদিটা ছিল এসব বিধি-ব্যবস্থা থেকে কিছুটা মুক্ত। তবে তাদের সঙ্গেও

চলে আসছিল স্পেনের শাসকদের একের পর এক লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা।

এ ছিল সেই অভিশপ্ত সময়ের কথা, যখন খ্রিষ্টশক্তি পুরো স্পেন কব্জা করে ফেলেছিল। শুধু তা-ই নয়, স্পেন জয় শেষে আফ্রিকার বিশাল একটা উপকূলীয় অঞ্চল জয় করে সেখানে তাদের সেনাবাহিনী রেখে দিয়েছিল। তখন মূরীয় মুসলমানরা স্বকীয় ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়েছিল। তাদের সামনে হতাশার ভয়ঙ্কর সাগর আর নৈরাশ্যের ঘনকালো অন্ধকার ছাড়া কিছুই ছিল না।

আল বাশারাত ওয়াদির স্বাধীনচেতা মুসলমানরা ছিল মোট দুভাগে বিভক্ত। প্রথম দলটিকে বলা হতো আদনানি। এদের মধ্যে ছিল আরবের বানু হাশিম, বানু উমাইয়া, বানু মাখযুম, বানু ফিহর, বানু কেনানা, বানু হুজাইল, বানু তামিম, বানু সাকিফ, ও বানু রাবিয়া। দ্বিতীয় দলটিকে ডাকা হতো কাহতানি নামে। এদের মধ্যে ছিল বানু আজদিনি, বানু খাজরাজ, বানু আওস, বানু হামদান, বানু তাঈ, বানু খাওলান, বানু মুররা, বানু লাহাম, বানু জুযাম, বানু কিন্দাহ, বানু হিমইয়ার, বানু কুজাআ, বানু হাওয়াজিন ও বানু কালব।

কাহতানিদের অধিকাংশই ছিল বানু খাজরাজ আর আর বানু আউস গোত্রের। এদেরকে আনসারি নামেও ডাকা হতো। এঁদের পূর্বপুরুষরাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুহাজিরদেরকে সাহায্য করেছিলেন। আন্দালুসিয়ায় ইসলাম প্রতিষ্ঠা পাবার পর এদের বেশিরভাগই ওখানে চলে এসেছিলেন। মদিনায় তখন এঁদের উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিল না বললেই চলে।

তখনকার কাহতানি গোত্রের সর্দারের নাম ছিল কাব বিন আমির, আর আদনানি গোত্রের সর্দারের নাম ছিল সাআদ বিন সালামা। সরদার কাবের ছিল এক ছেলে, নাম ছিল মুগিরা। মেয়ে ছিল দুজন—নাবিল এবং মাআজ। সরদার সাআদের ছিল একমাত্র এক কন্যা, নাম ছিল নুবায়রা।

এরা স্পেন পতনের পরও তাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম অব্যাহত রেখেছিল। তখনো তারা নিজেদের স্বাধীনতা কিছুটা হলেও টিকিয়ে রেখেছিল। যদিও পুরো স্পেনের অবস্থা ছিল বর্ণনাতীত মর্মন্তুদ।

শালির পাহাড়ের উপরে বসে থাকা সেই প্রৌঢ়—যিনি চূড়ার চাটানে বসে আকুল হয়ে ফারদিশ নদীর কিনারে গড়ে ওঠা যাজক পল্লির দিকে তাকাচ্ছিলেন, হতাশা আর ক্ষোভে মাঝে মাঝেই হাতের ছড়িটি দিয়ে পাথরের গায়ে জোরে জোরে আঘাত হানছিলেন। কতক্ষণ এভাবে বসে থেকে কী যেন ভেবে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক কদম পায়চারি করলেন। আবার যাজক পল্লির দিকে তাকালেন। কিন্তু হতাশায় আচ্ছন্ন হয়ে তিনি গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন,

প্রভু হে! কেমন করে শেষ হবে এ ইমতিহান।
আমাদের দীলে তো জ্বলছে হতাশার আগুন লেলিহান।
নিভে যাচ্ছে দীলের শামাদানে রাখা আশার চেরাগ।
পূর্বাকাশে নেই কাঙ্ক্ষিত আলো, পাখির কুজন রাগ।
চলিছে ভাঙার খেলা গড়ার নেই চিহ্ন কোনো।
মাহরুম মোরা বখত (ভাগ্য) থেকে শুষ্কপত্র-বৃক্ষ যেন।
প্রভু! তোমার দুনিয়ায় কার কাছে চাবো ইনসাফ-বিচার,
সবই যে আজ আত্মক্লেদে ডুবন্ত বিরান উজাড়।
প্রভু! তুমি তো দেখছ কোথায় আমরা, কোথায় আমাদের সন্তান।
মরে যাই যতই, তবু গাইব তব গান, হে মেহেরবান।

এটুকু বলার পর পরই প্রৌঢ়ের আত্মলীন অবস্থাটা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। প্রৌঢ় দেখতে পান, ঘোড়ায় চড়ে তাঁরই দিকে ছুটে আসছে সদ্য কৈশোর উত্তীর্ণ উদ্ভিন্ন যৌবনা দুই গোলাপ-কমনীয় বালিকা। সঙ্গে রয়েছে এক কালো হাবশি। সম্ভবত লোকটা তাদের গোলাম হবে। পাহাড়ে উঠে ওরা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। দেখাদেখি হাবশি লোকটিও তার ঘোড়া থেকে নেমে দাঁড়ায়। মেয়ে দুটো ছিল অনির্বচনীয় সুরঞ্জনা। তাদের গায়ের রং এবং গড়ন-গঠন ছিল প্রায় একাকার। তারপরও ছোট মেয়েটির চেহারায় ছিল আলাদা এক আকর্ষণ, যা কেবল অনুভব করা যায়; কিন্তু অনুভবের গায়ে ভাষার চাদর জড়ানো যায় না।

ছোট মেয়েটা প্রৌঢ়ের নিকটে এসে তাকে বলে, 'চাচা মুনজির বিন জুবাইর, আমি উপর থেকে আপনার অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করে আসছি। দেখতে পাচ্ছি, আপনি চিরাচরিত অভ্যাসের বিপরীতে ফারদিশ নদীর তীরবর্তী রাহিব (পাদরি) পল্লির দিকে অস্থির হয়ে বারবার তাকাচ্ছেন। আপনি কি ওখান থেকে কোনো তুফান জেগে ওঠার সন্দেহ করছেন? নাকি ওখান থেকে কোনো কল্যাণের প্রত্যাশা করছেন?'

মেয়েটির এবংবিধ প্রশ্নে মুনজির কিছুটা হতচকিত হয়ে ওঠেন। তার জবান দিয়ে কোনো জবাব উচ্চারিত হচ্ছিল না। মাথাটা তার নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। তিনি প্রসঙ্গটাকে ধামাচাপা দেওয়ার নিমিত্তে বলতে লাগলেন, 'মা, মাআজ, ভারাক্রান্ত হৃদয় আর উদাস চাহনি মেলে এই যাজকপল্লির দিকে আমার তাকিয়ে থাকাটা অবশ্যই কারণবিহীন নয়। বেটি! আমার স্বভাবজাত মানসিকতা আমার চিন্তাকে সবসময় জাতির অতীত ইতিহাসের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আমার অবচেতন মন সবসময় আমাকে এটা ভাবতে বাধ্য করে—কোন সে অভিশপ্ত কারণ আমাদেরকে এত দুর্বল করে দিল যে, শেষ পর্যন্ত আমরা ৮০০ বছরের একটা প্রতিষ্ঠিত সমৃদ্ধ রাষ্ট্র ধরে রাখতে পারলাম না?'

সেই বালিকা—মুনজির যাকে মাআজ নামে ডেকেছিলেন, কথাগুলো শোনে বিষণ্ন হয়ে পড়েছিল। তার বড়বোনের অবস্থাও ভিন্নতর ছিল না। আর তাদের পাশে পড়ন্ত যৌবনের যে হাবশি সকলের ঘোড়ার লাগাম হাতে দাঁড়ানো ছিল, তাকে তাদের চেয়েও অধিকতর বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। বিষণ্নতার কালি লেগে তার চেহারাটা অতিশয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। মাআজ নামক মেয়েটি পুনরায় মুনজিরকে বলল, 'চাচা, এত বিশাল ও মজবুত রাষ্ট্রব্যবস্থা হঠাৎ করে তাশের ঘরের মতো ভেঙে খানখান হয়ে পড়ার পেছনে আপনার অনুভবটা কী?'

জবাবে মুনজির দাঁতে দাঁত চেপে আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন। তার চোখের কোণায় অশ্রুর কয়েকটা বিন্দু ভোরের দুর্বাঘাসের উপর অরুণের আভার ন্যায় চিকচিক করে উঠছিল। সীমাহীন কষ্টের সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'বেটি মাআজ, আমার বিশ্বাস: এ ভূখণ্ডের এই দুর্ভোগের ইতিহাস অনাগত দিনের প্রতিটি ধর্মের মানুষের জন্যই ঔৎসুক্য আর গবেষণার বিষয় হবার পাশাপাশি ভবিষ্যতের মুসলিম উম্মাহর জন্য ইবরত আর শিক্ষার উপকরণ হয়েও থাকবে। মা, এটা আত্মপ্রতারণার দাস্তান বই কিছুই নয়। ভবিষ্যতের মুসলিম প্রজন্ম স্পেনের ইতিহাস পড়লে দেখতে পাবে, এখানে মুসলমানদের যে মহাপুরুষরা দীনের বার্তা নিয়ে এসেছিলেন, তাদের ইমানে যে দৃঢ়তা ছিল, যে ধরণের জাতীয় সম্প্রীতি ও ঐক্য ছিল, যে সভ্যতা আর সংস্কৃতির উপর এখানে তাঁরা রাষ্ট্রের ভীত গড়েছিলেন, পরবর্তীদের মধ্যে সে ইমানের ছিঁটা-ফোঁটাও ছিল না। তারা আত্মপ্রতারিত হয়ে আল্লাহর রশিকে মজবুতভাবে না ধরে তা ছেড়ে দিয়েছিল। তারা শত্রুর মোকাবিলায় না দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই আর হানাহানিতে জড়িয়ে পড়েছিল। এই গৃহযুদ্ধের অভিশাপেই তারা আন্দালুসিয়ায় তাদের শৌর্য আর ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে ইউরোপে সর্দারির পাশাপাশি তাদের সবকিছুই চলে গিয়েছিল। এরপর একসময় তাদেরকে এখান থেকে আস্তিনে চোখ মুছে সাগর পাড়ি দিয়ে আফ্রিকায় গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।'

এটুকু বলার পর ইবনে জুবাইর অধিকতর ধরাগলায় বলতে লাগলেন, 'মা রে! আল্লাহর চিরন্তন নীতি অপরিবর্তনীয়। এ নীতি সবার বেলায় সমান। যারা আজ আল্লাহর শরিয়ত পালন করে দুনিয়ার নেতৃত্বে সমাসীন, তারাই যদি কাল আল্লাহর না-ফরমানিতে লিপ্ত হয়ে যায় তাহলে তাদের উপর লাঞ্ছনা আর অধোঃগতি নেমে আসতে সময় লাগবে না। কারণ আল্লাহ বলেছেন, "হে ইমানদারগণ, তোমরা যদি দীন থেকে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে যাও, তাহলে আল্লাহ তোমাদের স্থলে এমন জাতি নিয়ে আসবেন যেমন তিনি চান"।'

বেদনায় মুনজিরের মাথা ঝুকে পড়ছিল, তাঁর চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল। তিনি ব্যথাভরা আর্তিতে বলে উঠেন, 'হায়! যদি এমন কোনো তারিক বিন যিয়াদ

এখানে জন্ম নিত, যে এই ভূখণ্ডের মানুষের বেদনা লাগবের জন্য মাঠে বেরিয়ে আসবে। বিপদ-তুফানের মোকাবিলা করে জাতিকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ দেখাবে। জাতির হারা-শৌর্য আর ঐতিহ্য উদ্ধার করে আবার তাদের মাথা উঁচু করার প্রয়াস পাবে। হায়! যদি আবদুর রহমান আদ-দাখিলের মতো কেউ এখানে তাকবিরের আওয়াজ বুলন্দ করে প্রবেশ করত এবং অস্থিরতার সঙ্গে অস্তগামী সূর্যের আকাশপটে ঘৃণিত জিন্দেগির ইতিহাস মুছে নতুন দাস্তান লেখার প্রয়াস পেতো! হায়! যদি কোনো ইউসুফ বিন তাশফিন এখানকার প্রতিটি ঘরের দরজা খুলে মৃত্যুশিয়রে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলোর কাছে জীবনের পয়গাম শোনাত! হায় যদি সোনালি জীবনের পয়গাম নিয়ে মরক্কো থেকে কোনো আবদুল মুমিন এই আন্দালুসিয়ার সাগর-সৈকতে পা রেখে জিল্লতি-তাড়ানো আজান দিত! যদি বারুদের স্তূপে ঝলসে যাওয়া দেহগুলোতে প্রাণের স্পন্দন নিয়ে আসত! কিন্তু হায়! মনে হচ্ছে আমাদের চোখের ভ্রুতে হতাশার সুরমা পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূর্যকিরণ আমাদের ভাগ্যে কেবল ধূসর আর ফ্যাকাশে। যুগ যুগ ধরে যে জাতি এই ভূস্বর্গটা শাসন করে আসছিল আজ তাদের তকদিরে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত আর শরীর ঝলসে দেওয়া আগুনের শিখা ছাড়া কিছুই নেই।'

ইবনে জুবাইরকে দেখে মনে হচ্ছিল নিজেকে সামলে রাখলেও তার জখমী অন্তর উচ্ছ্বাস আর বেদনার প্রচণ্ড একটি ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলা করে চলছে। যে ঝড় তার জাতির শেষ বৃক্ষটিকেও স্পেনের ভূমি থেকে সমূলে উপড়ে ফেলতে চায়। কতক্ষণ নীরব থেকে ফের বেদনাকাতর কণ্ঠে বলে উঠেন, 'অবশেষে আমরা আর কতকাল এ ওয়াদিতে রক্ত আর আগুনের বিভীষিকাময় ইনতেজারের (অপেক্ষার) মধ্য দিয়ে কাল অতিবাহিত করব? আমাদের জ্বলে-যাওয়া স্বাধীনতার আসমানে গোলামির ধোঁয়া আর কতকাল আকাশ স্পর্শ করতে থাকবে? কতদিন আর আমরা এমন বে-চইন (অস্থির) জিন্দেগি অতিবাহিত করতে থাকব?'

মুনজির বিন জুবাইরের আওয়াজ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। তিনি ডুবন্তপ্রায়-যাত্রীর কণ্ঠে বলে যেতে লাগলেন, 'হায়! আর কতকাল জানি না আমরা অভিভাবকহীন জীবনে মান্না আর সালওয়ার খোঁজে বের হওয়া লোকগুলোর সঙ্গে অস্তিত্বের শেষ যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকব। হায়! যদি জীবন ও শক্তির এমন কোনো চারণকবি জেগে উঠত—যে উদাস রাত, নির্লিপ্ত আবেগ, আর বিবর্ণ পাতায় জীবনের কোনো নতুন জয়গান লিপিবদ্ধ করবে। মুসলিম জাতির ভাগ্য-ডায়রির প্রতিটি পাতায় পাতায় সৌভাগ্য-সূর্যের কিরণ রেখে যাবে।'

এটুকু বলার পর তিনি একেবারে খামুশ (নীরব) হয়ে যান। তার চেহারার হতাশা, চোখের কোণে অশ্রু দেখে মনে হচ্ছিল: তিনি যেমন এমন এক মুসাফির, যাকে তার মনজিলের প্রায় কাছেই ছিনতাই করে একেবারে নিঃস্ব বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মুনজিরের অবস্থা দেখে মাআজ, তার বড় বোন নাবিল এবং তাদের হাবশি গোলামের অবস্থাও একেবারে করুণ হয়ে উঠেছিল। তারাও মানসিকভাবে বেদনাহত হয়ে পড়েছিল। ইতিমধ্যে তারা দেখতে পায়, মুনজির রাহিবপল্লির দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তাদের দৃষ্টিগুলো মুনজিরের দৃষ্টির অনুগামী হলে দেখতে পায় একটি খানকা থেকে দুজন রাহিবকে বেরিয়ে আসছেন। ওদের একজন বয়সে টগবগে যুবক, অপরজন এখনো যেন এক টাটকা তরুণ। উভয়ের গায়েই রাহিবদের পোষাক।

মাআজ সম্ভবত ইবনে জুবাইরের অবস্থা অনুমান করে নিতে পেরেছিল। সে তার বড় বোন নাবিলের দিকে ইশারা করেই ঘোড়ায় চড়ে সেটিকে বস্তি অভিমুখে ছেড়ে দেয়। মাআজের দেখাদেখি নাবিল এবং বাসিতও আপনাপন ঘোড়ায় পদাঘাত হেনে বস্তি অভিমুখে এগিয়ে চলেন।

কিছুদূর গিয়েই মাআজ ঘোড়া থেকে নেমে একটা চাটানের আড়ালে বসে পড়ে। নাবিল প্রশ্নবোধক দৃষ্টি মেলে তাকালে মাআজ ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে চুপ থাকার ইঙ্গিত করে। ইঙ্গিত পেয়ে নাবিল ঘোড়া থেকে নেমে ওর কাছে চলে আসে। বাসিতও ঘোড়াগুলোর লাগাম ধরে একদিকে দাঁড়িয়ে থাকে।

পাহাড়ের পাদদেশে ফারদিশ নদীর কিনারে রাহিবপল্লি থেকে যে দুজন রাহিব বেরিয়ে আসছিলেন তারা দ্রুত পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হয়ে একসময় ইবনে জুবাইরের কাছে চলে আসেন। মাআজরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করছিল, এরা উভয় অত্যন্ত উষ্ণভাবে মুনজিরের সঙ্গে মুসাফাহা করছেন। মাআজ কান পেতে শুনতে পাচ্ছিল তাদের মধ্যকার যুবক পাদরি মুনজিরকে উদ্দেশ করে বলছেন, 'আমাদের আগমনসংবাদ কি সরদারদ্বয়ের কানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে?'

ইবনে জুবাইর সীমাহীন প্রীত কণ্ঠে বলেন, 'হ্যাঁ আপনাদের আগমনবার্তা উভয় সর্দারের কানে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। কাহতানি গোত্রের সর্দারের নাম হচ্ছে কাব বিন আমির, আর আদনানি গোত্রের সর্দারের নাম হচ্ছে সাআদ বিন সালামা। খুবসম্ভব তারা উভয় এখন কাহতানি সর্দারের কেল্লাসদৃশ্য প্রাসাদে বসে আপনাদের অপেক্ষায় আছেন। অনুগ্রহ করে আপনারা একটু অপেক্ষা করুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ছেলে কাসির এখানে আসছে। সে এলেই ভেড়া-বকরিগুলো তার হাওয়ালায় ছেড়ে আপনাদের নিয়ে তাঁদের খেদমতে চলে যাব।'

মুনজির কথাটা বলে শেষ করার আগেই দেখতে পান কাসির দ্রুত তাদের দিকে ছুটে আসছে। মুনজির তখন কাসিরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, 'এই দেখুন! আমার ছেলে এসে গেছে। এবার চলুন সরদারদ্বয়ের কাছে যাই।'

কিছুদূর যাবার পর যুবক পাদরি ইবনে জুবাইরকে বললেন, 'সামনে যে বস্তি দেখা যাচ্ছে সরদারদ্বয়ের মধ্যে এটি কার শাসনাধীন?' মুনজির বিন জুবাইর বললেন,